## ''জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ'' কার্যক্রম পরিচালনা নীতিমালা

**পটভূমি ঃ**

জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আমারা সাংবিধানিক ভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সাংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫ নং অনুচ্ছেদে জেন্ডার সমতা ও নারীর ক্ষমতায়ণের কথা বলা হয়েছে। এ সাথে সংগতি রেখে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক দলিলেও বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে (যেমন-সিডও)। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ আমাদের জন্য একটি আন্তর্জাতিক দায় হিসাবেও আমাদের জাতীয় উন্নয়ন কৌশল পত্রে অগ্রাধিকার পেয়েছে।

সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ের বিভিন্ন নারী বান্ধব উদ্যোগের কারণে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে নজরকাড়া অগ্রগতি অর্জন করতে সমর্থ হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উপস্থিতি ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আজ বিশ্বব্যাপী একটি মডেল হিসাবে গণ্য হচ্ছে, সেখানেও বাংলাদেশের নারী সমাজের অগ্রগতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

উপরোক্ত প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সামগ্রীক অগ্রযাত্রা ও নারীর অগ্রযাত্রা পরস্পর পরিপূরক। নারীর উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নের অগ্রযাত্রাকে আরো ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নারীর সাফল্য, নারীর জীবন সংগ্রাম, নারীর উন্নয়ন গোটা জাতির সামনে তুলে ধরা আবশ্যক।

নারী সমাজের মধ্যে বিরাজমান সকল প্রকার বিভ্রান্তি ও আশঙ্কা দূর করে নারীদেরকে সকল প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করার শক্তিতে উজ্জীবিত ও অনুপ্রাণিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের দিক নির্দেশনায় ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উদ্যোগে প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ (২৫ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর) এবং বেগম রোকেয়া দিবস (৯ ডিসেম্বর) উৎযাপন কালে দেশব্যাপী **''জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ''** শীর্ষক একটি অভিনব প্রচারাভিযান শুরুর প্রস্তাব করা হয়েছে। এ কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে তৃনমূলের সকল নারী তথা জয়িতাদের অনুসন্ধান করে তাঁদের স্বীকৃতি ও সম্মাননা প্রদান অন্যান্য নারীদেরকে অনুপ্রানীত করবে, সমগ্র সমাজ মানস নারী বান্ধব হবে এবং এতে করে জেন্ডার সমতা ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণ ত্বরান্বিত হবে। প্রসঙ্গঁত: উল্লেখ্য, জয়িতা হচ্ছে সমাজের সকল বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সফল নারীর একটি প্রতিকী নাম। কার্যক্রমটি রাজস্ব বাজেটের আওতায় প্রতি বছর দেশ ব্যাপী পরিচালনার প্রস্তাব করা হয়েছে।

**উদ্দেশ্য ঃ**

১। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জয়িতাদের চিহ্নিত করে তাদের যথাযথ সম্মান, স্বীকৃতি ও অনুপ্রেরণা প্রদান করে সমাজের আপামর নারীদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা এবং তাঁদের জয়িতা হতে অনুপ্রাণীত করা।

২। নারীর অগ্রযাত্রায় সকল প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলা করে জয়িতাদের অগ্রসর হওয়ার পথ সুগম করা। ফলশ্রুতিতে জেন্ডার সমতাভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণের মাধ্যমে দেশের সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা।

৩। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবসের মূল চেতনার সাথে সংগতি রেখে গতানুগতিকতার উর্ধে উঠে দিবস গুলো যথাযথ ভাবে উদযাপন করা।

<u>পাঁচটি ক্যাটাগরীর জয়িতা ঃ</u>

প্রাথমিকভাবে নিম্নরূপ পাঁচ ক্যাটগরীতে জয়িতা নির্বাচনের প্রস্তাব করা হচ্ছে ঃ

**ক) অর্থনৈতিকভাবে সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ** একজন নারী যিনি স্বকর্মসংস্থানের মাধ্যমে অর্থনৈতিকভাবে নিজে স্বাবলম্বী হয়েছেন এবং অন্যদেরও পথ দেখিয়েছেন অর্থনৈতিক ভাবে স্বাবলম্বী হতে (যেমন: একজন নারী যিনি এলাকার বাজারে প্রথম দোকান দিয়েছেন বা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন এবং তাঁর দেখাদেখি অন্যরাও উৎসাহিত হয়েছেন এবং এগিয়ে এসেছেন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে। কিংবা একজন নারী যিনি নিজে ক্ষুদ্র শিল্প কারখানা দিয়েছেন, যেখানে অন্যান্য নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন)।

**খ) শিক্ষা ও চাকুরীর ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ** একজন নারী যিনি নানা প্রতিকূলতাকে জয় করে শিক্ষা ও চাকুরি ক্ষেত্রে অসামান্য সাফল্য অর্জন করেছেন (যেমন: একজন অদম্য নারী যিনি দারিদ্র্য ও বিভিন্ন সামাজিক প্রতিকূলতা ও ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে নিজেকে জয় করে পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফল অর্জন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন কিংবা যিনি সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের মধ্যে প্রথম বিদেশে উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য গিয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন অথবা যিনি সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে উচ্চ পর্যায়ে কাজ করছেন)।

**গ) সফল জননী নারী ঃ** একজন নারী যিনি একক প্রচেষ্টায় দারিদ্র্য ও অন্যান্য সামাজিক প্রতিকূলতাকে জয় করে তাঁর সন্তানদের সুশিক্ষায় শিক্ষিত করেছেন, যারা বিভিন্ন পেশায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন (যেমন: একজন বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্তা নারী যার সকল সন্তানই বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রি অর্জন করেছেন এবং স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন)।

**ঘ) নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী ঃ** নির্যাতনের শিকার নারী যিনি আবারও চেষ্টা করে নির্যাতনের বিভীষিকা পেছনে ফেলে নতুন করে জীবন শুরু করে সফল হয়েছেন (যেমন: একজন নারী যার হাতের আঙ্গুলগুলো তার স্বামী কেটে দিয়েছিল শুধু পড়ালেখা করতে চাওয়ার কারণে কিন্তু তিনি থেমে থাকেননি, পড়ালেখা চালিয়ে গেছেন এবং সাফল্য অর্জন করেছেন কিংবা একজন নারী যিনি এসিড সন্ত্রাসের শিকার হয়েছেন কিন্তু তারপরও কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

**ঙ) সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী ঃ** সমাজের যে কোন ধরনের অন্যায় বা অসংগতি, কুসংস্কার ধর্মান্ধতা দূর করার ক্ষেত্রে যে নারী নানাবিধ সফল উদ্যোগ নিয়েছেন এবং সমাজ গঠনে প্রসংশনিয় অবদান রেখেছেন (যেমন: একজন নারী যিনি স্বউদ্যোগে দরিদ্র ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছেন কিংবা বাল্য বিবাহ রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন অথবা মাদকাসক্তি নির্মূলে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছেন এবং সফল হয়েছেন)।

তবে, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের সাথে পরামর্শ ক্রমে ক্যাটাগরী পরিবর্তন, পরিবর্ধন, নতুন সংযোজনের সুযোগ থাকবে।

হাবিবা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

## বিভিন্ন পর্যায়ে জয়িতা বাছাই প্রক্রিয়া ঃ

- প্রত্যেক ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে ইউনিয়ন পরিষদ স্ব স্ব ইউনিয়নে এবং ওয়ার্ড কাউন্সিলরগণ স্ব স্ব ওয়ার্ডে ব্যাপক প্রচার ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে বিভিন্ন ক্যাটাগরীতে আবেদনপত্র আহবান করবে। প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে যাচাই বাছাই পূর্বক প্রতিটি ক্যাটাগরীতে ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ একজন করে নির্বাচিত মহিলার প্রস্তাব সত্যায়িত ছবি ও জীবনবৃত্তান্ত সহ উপজেলায় প্রেরণ।
- প্রত্যেক ক্যাটাগরীর জন্য মনোনিত শ্রেষ্ঠ মহিলাকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের স্থায়ী বাসিন্দা হতে হবে।
- আবেদনকারীর প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং ওয়ার্ড আউন্সিলর এর প্রত্যয়নসহ ইউনিয়ন কমিটি/ওয়ার্ড কমিটি কর্তৃক উপজেলায় প্রেরণ।
- উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নেতৃত্বে উপজেলা পর্যায়ের একটি কমিটি ইউনিয়ন পর্যায় এবং ওয়ার্ড পর্যায় হতে প্রাপ্ত প্রস্তাবগুলোর সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে একজন করে শ্রেষ্ঠ মহিলার প্রস্তাব জীবনবৃত্তান্ত এবং প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ জেলা প্রশাসকের নিকট প্রেরণ করবে।
- জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা পর্যায়ে গঠিত একটি কমিটি সকল উপজেলা হতে প্রাপ্ত প্রত্যেক ক্যাটাগরীর প্রস্তাবগুলোর সত্যতা যাচাই করে জেলার শ্রেষ্ঠ একজনের (প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে) প্রস্তাব সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত প্রদত্ত তথ্যের সত্যতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সম্পর্কে প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষরসহ বিভাগীয় কমিশনারের নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত বিভাগীয় কমিটি সকল জেলা হতে প্রাপ্ত প্রস্তাব যাচাই করে প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে ২ জন করে ১০ জন (short list) শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করবে এবং তা চূড়ান্ত নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলীর নিকট প্রেরণ করবে।
- বিভাগীয় পর্যায়ে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচনের জন্য বিচারকমন্ডলী বিভাগীয় কমিটি হতে প্রাপ্ত ১০ জন জয়িতার তালিকা হতে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত দর্শকের সামনে ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতা নির্বাচন করবেন এবং তাঁদের সম্মাননা প্রদান করা হবে।

## বাছাই প্রক্রিয়ায় ব্যবহৃত জীবনবৃত্তান্ত ছক ঃ (পৃথকভবে সংযুক্ত)

১। নারীর পরিচিতিমূলক তথ্যাবলী ঃ

নাম, ঠিকানা, বয়স, বৈবাহিক অবস্থা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পেশা, সন্তানের সংখ্যা, পিতার নাম- ঠিকানা, স্বামীর নাম- ঠিকানা

২। নারীর আর্থিক অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাবলী ঃ

নারীর নিজস্ব সহায়-সম্পদ, পিতার ও স্বামীর আর্থিক অবস্থা। নারীর পূর্বের ও বর্তমান আর্থিক অবস্থার তুলনামূলক চিত্র।

৩। নারীর আর্থিক ও সামাজিক বিপন্নতা সংক্রান্ত বিবরণ।

৪। কোন ক্যাটাগরীর জন্য নারীকে মনোনিত করা হয়েছে? বিস্তারিত কারণসহ (বুলেট ফরমে)।

৫। নির্বাচিত নারীর জীবন বৃত্তান্তটি এমন হবে যে, তা থেকে নারীর জীবনের একটি সংক্ষিপ্ত অথচ সামগ্রীক চিত্র পাওয়া যায় এবং যা ক্যাটাগরী ভিত্তিক মূল্যায়ণে সহায়ক ও সংগতিপূর্ণ হয়।

৬। প্রতিটি পর্যায়ে প্রাপ্ত তথ্য সমূহ যাচাইক্রমে সঠিকতা ও বস্তুনিষ্ঠতা সংক্রান্ত প্রত্যয়ন ও প্রতিস্বাক্ষর।

**পাঁচটি ক্যাটাগরীর মূল্যায়ন ছক ঃ**

ক) **অর্থনৈতিক সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ**

| নির্ণায়ক | মোট নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|
| পূর্ব থেকে বর্তমান পর্যন্ত সাফল্যের তুলনামূলক মূল্যায়ন | ১০ | |
| কর্মসংস্থানযোগ্যতা (Employability) | ১০ | |
| অনুকরনযোগ্যতা (Replicability) | ১০ | |
| প্রতিবন্ধকতা মোকাবেলার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন | ১০ | |
| স্থায়িত্বশীলতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন | ১০ | |
| অভিনবত্বের মাপকাঠিতে মূল্যায়ন | ১০ | |
| উদ্যোগটি অন্যান্যদেরকে অনুপ্রাণীত করার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন | ১০ | |

খ) **শিক্ষা ও চাকুরী ক্ষেত্রে সাফল্য অর্জনকারী নারী ঃ**

| নির্ণায়ক | মোট নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|
| শিক্ষাক্ষেত্রে অর্জন | ১০ | |
| চাকুরীক্ষেত্রে অর্জন | ১০ | |
| পারিবারিক পশ্চাদপদতার মাপকাঠিতে অর্জন | ১০ | |
| সামাজিক প্রতিকূলতার মাপকাঠিতে অর্জন | ১০ | |
| দারিদ্রতার মাপকাঠিতে অর্জন | ১০ | |
| বিরল নজির সৃষ্টির মাপকাঠিতে মূল্যায়ন | ১০ | |
| অর্জিত সাফল্য অন্যান্যদেরকে অনুপ্রানিত করার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন | ১০ | |

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

গ) <u>সফল জননী নারী ঃ</u>

| নির্ণায়ক | মোট নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|
| সন্তানদের সুশিক্ষার বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| সন্তানদের সামাজিক প্রতিষ্ঠার বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| সন্তানদের আর্থিক প্রতিষ্ঠার বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| জননীর আর্থিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| জননীর সামাজিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| পারিপার্শ্বিক বৈরীতার বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| জননীর একক (বিধবা/স্বামী পরিত্যাক্ত/স্বামীর অসুস্থতা/পঙ্গঁত্ব ইত্যাদি) উদ্যোগের বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |

ঘ) <u>নির্যাতনের বিভীষিকা মুছে ফেলে নতুন উদ্যমে জীবন শুরু করেছেন যে নারী ঃ</u>

| নির্ণায়ক | মোট নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|
| নির্যাতনের প্রকৃতির বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| নির্যাতনের মাত্রার বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| দারিদ্রের বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| পারিবারিক প্রতিকূলতার বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| সামাজিক প্রতিকূলতায় বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| প্রাপ্ত পারিপার্শ্বিক সহায়তার বিবেচনায় অর্জন | ১০ | |
| অন্যান্যদেরকে অনুপ্রাণিত করার বিবেচনায় মূল্যায়ন | ১০ | |

ঙ) <u>সমাজ উন্নয়নে অসামান্য অবদান রেখেছেন যে নারী ঃ</u>

| নির্ণায়ক | মোট নম্বর | প্রাপ্ত নম্বর |
|---|---|---|
| অবদানের সামাজিক প্রভাবের বিবেচনায় মূল্যায়ন | ১০ | |
| পারিবারিক পশ্চদপদতার বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন | ১০ | |
| নারীর আর্থিক অবস্থার বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন | ১০ | |
| অবদানের স্থায়ীত্বশীলতা | ১০ | |
| পারিবারিক ও পারিপর্শ্বিক সহায়তা বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন | ১০ | |
| অন্যান্যদেরকে অনুপ্রানিত করার বিবেচনায় অবদানের মূল্যায়ন | ১০ | |
| সামাজিক প্রতিবদ্ধকতায় বিবেচনায় অবদানটির মূল্যায়ন | ১০ | |



হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

## বিভিন্ন পর্যায়ের যাচাই/বাছাই কমিটি সমূহ ঃ

### ইউনিয়ন কমিটি ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | ইউনিয়ন চেয়ারম্যান | - | আহ্বায়ক |
| ২। | সকল ওয়ার্ডের মহিলা সদস্য | - | সদস্য |
| ৩। | ইউনিয়ন তথ্য ও সেবা কেন্দ্রের উদ্যোক্তা মহিলা | - | সদস্য |
| ৪। | ইউনিয়ন পরিষদের সচিব | - | সদস্য সচিব |

* সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার উপজেলা পর্যায়ের একজন করে উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রত্যেক ইউনিয়ন কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য একজন উপদেষ্টা হিসাবে মনোনয়ণ দিবেন।

### কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১। সফল নারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জীবন বৃত্তান্ত ছকসহ আবেদন সংগ্রহ করতে হবে।

৩। আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই পূর্বক প্রতি ক্যাটাগরীতে ১ জন করে মহিলা নির্বাচন পূর্বক তা উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৪। উপজেলা কমিটির নিকট আবেদন প্রেরণের পূর্বে ছবি সত্যায়িতসহ জীবন বৃত্তান্ত ছকে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সার্টিফাই করবেন।

### সিটি কর্পোরেশন/পৌর এলাকার জন্য ওয়ার্ড কমিটি ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | ওয়ার্ড কাউন্সিলর | - | আহবায়ক |
| ২। | ওয়ার্ডের সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৩। | মহিলা ওয়ার্ড কাউন্সিলর | - | সদস্য সচিব |

### কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১। পৌর/সিটি কর্পোরেশনের সফল নারীদের তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার ও প্রচারণার ব্যবস্থা করতে হবে।

২। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জীবন বৃত্তান্ত ছকসহ আবেদন সংগ্রহ করতে হবে।

৩। আবেদনপত্রে উল্লেখিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই পূর্বক প্রতি ক্যাটাগরীতে ১ জন করে মহিলা নির্বাচন পূর্বক তা উপজেলা কমিটির নিকট প্রেরণ করতে হবে।

৪। উপজেলা কমিটির নিকট আবেদন প্রেরণের পূর্বে ছবি সত্যায়িতসহ জীবন বৃত্তান্ত ছকে উল্লিখিত তথ্যের সঠিকতা সম্পর্কে ওয়ার্ড কাউন্সিলর সার্টিফাই করবেন।

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

* সংশ্লিষ্ট পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের মেয়র একজন উপযুক্ত কর্মকর্তাকে প্রত্যেক ওয়ার্ড কমিটিকে সহায়তা প্রদানের জন্য উপদেষ্টা হিসাবে মনোনয়ণ দিবেন।

**উপজেলা কমিটি ঃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | উপজেলা নির্বাহী অফিসার | - | আহ্বায়ক |
| ২। | উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা/সমাজ সেবা কর্মকর্তা | - | সদস্য |
| ৩। | উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা / উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা | - | সদস্য |
| ৪। | পৌরসভার একজন প্রতিনিধি (প্রজোজ্য ক্ষেত্র) | - | সদস্য |
| ৫। | সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৬। | এনজিও প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৭। | উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা/প্রোগ্রাম অফিসার | - | সদস্য সচিব |

* কমিটি প্রয়োজনে কমিটিতে উপজেলা পর্যায়ের অন্যান্য কর্মকর্তা কো-অপ্ট করতে পারবে।

**কমিটির কর্মপরিধি ঃ**

১। ইউনিয়ন কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক প্রতি ক্যাটগরীতে ১জন করে জয়িতা নির্বাচন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ।

২। জেলা কমিটির নিকট প্রেরিত তথ্যাদির সঠিকতা সম্পর্কে সার্টিফাই করতে হবে।

৩। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন ও প্রতিরোধ পক্ষ এবং বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে সকল প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করা।

**সদর উপজেলা বিহীন সিটি কর্পোরেশন এলাকার জন্য কমিটি ঃ**

| | | |
|---|---|---|
| ১। | অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত) | - আহ্বায়ক |
| ২। | সিটি কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি (মেয়র কর্তৃক মনোনীত) | - সদস্য |
| ৩। | সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি | - সদস্য |
| ৪। | এনজিও প্রতিনিধি | - সদস্য |
| ৫। | জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা/ জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা | - সদস্য |
| ৬। | সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয়ের প্রোগ্রাম অফিসার | - সদস্য-সচিব |

**কমিটির কার্যপরিধিঃ**

১. ওয়ার্ড কিমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদন সমূহ যাচাই-বাছাই পূর্বক প্রতি ক্যাটাগরীতে ১ জন করে জয়িতা নির্বাচন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে জেলা কমিটির নিকট প্রেরণ।

২. জেলা কমিটির নিকট প্রেরিত তথ্যাদির সঠিকতা সম্পর্কে সাটিফাই করতে হবে।

৩. আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন ও প্রতিরোধ পক্ষ এবং বেগম রোকেয়া দিস উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে সকল প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করা।

৫-১১-২০০৮
হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

জেলা কমিটি ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | জেলা প্রশাসক | - | আহ্বায়ক |
| ২। | উপ-পরিচালক, পরিবার পরিকল্পনা/সমাজ সেবা | - | সদস্য |
| ৩। | জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা/জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা | - | সদস্য |
| ৪। | পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশনের একজন প্রতিনিধি (প্রজোজ্য ক্ষেত্র) | - | সদস্য |
| ৫। | সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৬। | এনজিও প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৭। | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা | - | সদস্য সচিব |

* কমিটি প্রয়োজনে কমিটিতে জেলা পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির কর্মপরিধি ঃ

১। উপজেলা কমিটির মাধ্যমে প্রাপ্ত আবেদনপত্র সমূহ যাচাই বাছাই পূর্বক প্রতি ক্যাটগরীতে ১জন করে জয়িতা নির্বাচন করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরণ।

২। বিভাগীয় কমিটির নিকট প্রেরিত তথ্যাদির সঠিকতা সম্পর্কে সার্টিফাই করতে হবে।

৩। সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা কমিটির সভাপতি প্রতিটি ক্যাটাগরীর নির্বাচিত জয়িতাদের জীবন বৃত্তান্ত ছকে প্রতিস্বাক্ষর করবেন।

৪। আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন ও প্রতিরোধ পক্ষ এবং বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপন করার উদ্দেশ্যে সকল প্রক্রিয়া যথাসময়ে সম্পন্ন করা।

বিভাগীয় কমিটি ঃ

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বিভাগীয় কমিশনার | - | আহ্বায়ক |
| ২। | সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় জেলার জেলা প্রশাসক | - | সদস্য |
| ৩। | বিভাগীয় পর্যায়ের ২ জন কর্মকর্তা<br>(কমিশনার মনোনয়ন করবেন) | - | সদস্য |
| ৪। | সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৫। | এনজিও প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৬। | জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় জেলার) | - | সদস্য সচিব |

* কমিটি প্রয়োজনে কমিটিতে জেলা পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

কমিটির কর্মপরিধি ঃ

জেলা থেকে প্রাপ্ত জয়িতাদের প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে ২ জন করে ১০ জনের একটি শর্ট লিষ্ট তৈরী করবেন এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচারক মন্ডলীর নিকট প্রেরণ করবেন।

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**বিচারক মন্ডলী ঃ**

ইউনিয়ন পর্যায় হতে উপজেলা ও উপজেলা পর্যায় হতে জেলা এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করে প্রতি জেলায় ৫টি ক্যাটাগরীতে ৫ জন করে নির্বাচিত জয়িতাদের মধ্য হতে বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে যে ১০ জনের শর্টলিষ্ট তৈরী করা হবে তাদের মধ্য থেকে চূড়ান্ত ভাবে ৫ জন জয়িতা নির্বাচনের জন্য বিভাগীয় পর্যায়ে বিচারকমন্ডলী গঠন করতে হবে।

**বিচারকমন্ডলীর গঠণ ঃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | বিভাগীয় কমিশনার | - | সভাপতি |
| ২। | সংশ্লিষ্ট বিভাগের ২ জন সরকারী কর্মকর্তা | - | সদস্য |
| ৩। | সুশীল সমাজের একজন প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৪। | এনজিও প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৫। | বিশ্ববিদ্যালয়/কলেজের প্রোভাইস চ্যান্সলর/অধ্যক্ষ/ অধ্যাপক পর্যায়ের একজন প্রতিনিধি | - | সদস্য |

**বিচারকমন্ডলীর কর্মপরিধি ঃ**

বিচারক মন্ডলী অনুষ্ঠানের দিন বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে শর্ট লিস্টেড ১০ জন জয়িতাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক ক্যাটাগরীতে ১ জন করে ৫ জন জয়িতা চূড়ান্তভাবে নির্বাচন করবেন।

**মনিটরিং কমিটি ঃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | পরিচালক/অতিরিক্ত পরিচালক/মহাপরিচালক কর্তৃক মনোনীত একজন সিনিয়র কর্মকর্তা | - | সভাপতি |
| ২। | উপ-পরিচালক (প্রশাসন) মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | - | সদস্য |
| ৩। | প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৪। | স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের একজন প্রতিনিধি | - | সদস্য |
| ৫। | সহকারী পরিচালক (প্রশাসন) | - | সদস্য |
| ৬। | উপ-পরিচালক (সংশ্লিষ্ট শাখা) | - | সদস্য সচিব |

* কমিটি প্রয়োজনে কমিটিতে জেলা পর্যায়ের যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবে।

**কর্ম পরিধি ঃ**

১। প্রতিবছর কার্যক্রম শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত উপজেলা/জেলা/বিভাগীয় পর্যায়ে ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তর এবং মন্ত্রণালয়ের সাথে সর্বক্ষনিক যোগাযোগ করবেন।

২। কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সময় সময় মহাপরিচালককে অবহিত করবেন।

**উপদেষ্টা কমিটি ঃ**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ১। | মন্ত্রিপরিষদ সচিব | - | আহবায়ক |
| ২। | সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় | - | সদস্য |
| ৩। | বিভাগীয় কমিশনার (সকল) | - | সদস্য |
| ৪। | মহাপরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর | - | সদস্য সচিব |

* কমিটি প্রয়োজনে যে কোন কর্মকর্তাকে কো-অপ্ট করতে পারবেন।

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

**কমিটির কর্মপরিধি ঃ**

১। প্রতি বছর নীতিমালায় উলিওখিত ক্যালেন্ডার ও নির্দেশনাবলী অনুযায়ী অনুষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে মাঠ পর্যায়ে দিক নির্দেশনা প্রদান।

২। অনুষ্ঠান পরিচালনার বিষয়ে মূল্যবান উপদেশ প্রদান।

**জয়িতা বাছাই/নির্বাচন প্রক্রিয়ায় বিশেষ ভাবে প্রনিধানযোগ্য বিষয়াদি ঃ**

১। প্রকৃত অর্থে যে সকল নারী সামাজিক প্রতিকূলতা অতিক্রম করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কেবল মাত্র তাদেরকেই আবেদনের জন্য যোগ্য হিসাবে বিবেচনা করা যাবে।

২। বাছাই কালে সংশ্লিষ্ট সকলকে সম্পূর্ণরূপে নিরপেক্ষ ও প্রভাবমুক্ত হয়ে কাজ করতে হবে।

৩। এ প্রক্রিয়ার সাথে সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তা নিজে/তাঁর সাথে সম্পর্ক রয়েছে (First blood) এমন কেউ আবেদন করতে পারবেন না।

৪। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের কোন কর্মকর্তা বিচারক মন্ডলীতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারবেন না। তিনি কমিটির সাচিবিক দায়িত্ব পালন করবেন।

৫। আপেক্ষিক বিবেচনায় সুবিধা বঞ্চিত নারীদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে।

৬। বাছাই কাজে নিয়োজিত কর্তৃপক্ষের সাথে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে জড়িত কোন নারীকে জয়িতা নির্বাচনে নিরুৎসাহিত করতে হবে।

৭। ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন পর্যায়ে আবেদন চেয়ে ব্যাপক প্রচার প্রচারনা নিশ্চিত করতে হবে।

৮। নির্বাচন/বাছাই প্রক্রিয়া স্বচ্ছ হতে হবে।

**অনুষ্ঠান আয়োজন ঃ**

- ইউনিয়ন পর্যায় এবং পৌর এলাকার ওয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত আবেদনকারীদের মধ্য হতে উপজেলায় ৫ ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ৫ জন জয়িতাকে উপজেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপনকালে অথবা দিবসকে সামনে রেখে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সম্মাননা প্রদান করবে।
- উপজেলা পর্যায় এবং পৌর এলাকার ওয়ার্ড থেকে প্রাপ্ত আবেদনকারীদের মধ্য হতে জেলায় ৫ ক্যাটাগরীতে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ৫ জন জয়িতাকে জেলা পর্যায়ে আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ও বেগম রোকেয়া দিবস উদ্‌যাপনকালে অথবা দিবসকে সামনে রেখে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করে সম্মাননা প্রদান করা।
- জেলা পর্যায় থেকে প্রাপ্ত জয়িতাদের জীবনবৃত্তান্ত বিভাগীয় কমিশনারের নেতৃত্বে গঠিত একটি কমিটি যাচাই/বাচাই করে বিভাগীয় পর্যায়ে তাঁদের জন্য একটি সম্বর্ধনা ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভার আয়োজন করা।
- বিভাগীয় পর্যায়ের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় কমিশনার।
- বিভাগীয় অনুষ্ঠানে ৩ জন প্যানেলিষ্ট থাকবেন; যাদের মধ্যে ২ জন নারী ও ১ জন পুরুষ থাকবেন।

হাবিবা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

- সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে শুরুতেই উপস্থিত নারীদের দেশের অগ্রযাত্রায় তাঁদের অবদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের প্রতিনিধি/ অনুষ্ঠানের সভাপতি বক্তব্য রাখবেন।
- বিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে প্রেরিত ১০ জনের শর্টলিষ্ট হতে বিচারক মন্ডলী অনুষ্ঠানের দিন দর্শকদের উপস্থিতিতিতে শ্রেষ্ঠ ৫ জন জয়িতা নির্বাচন করে তাঁদের নাম ঘোষনা করবেন।
- বিভাগীয় অনুষ্ঠানে ৫টি ক্যাটগরীতে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত ৫ জন শ্রেষ্ঠ জয়িতাকে ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট ও সম্মানী প্রদান করা।
- বিভাগীয় অনুষ্ঠানে জেলা পর্যায় থেকে আগত অন্যান্য জয়িতাদেরও ক্রেষ্ট, সার্টিফিকেট ও সম্মানী পৃথকভাবে প্রদান করা।
- বিভাগীয় পর্যায়ের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা পর্যায়ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন তারিখে বিভিন্ন বিভাগে অনুষ্ঠিত হতে পারে।
- অনুষ্ঠানের আয়োজনের সাথে স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা।

<u>প্রচার প্রচারনা ও প্রকাশনা ঃ</u>

- বিভিন্ন বিভাগে পর্যায়ক্রমে অনুষ্ঠিত সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান ও অভিজ্ঞতা বিনিময় সভা সংক্রান্ত বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণার জন্য বিটিভি/স্বনামধন্য বেসরকারী টিভি চ্যানেলকে সম্পৃক্তকরণ।
- বাংলাদেশ টেলিভিশন/বেসরকারী টিভি চ্যানেল এর মাধ্যমে বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিটি ইভেন্টের (বিভাগ ভিত্তিক) যাবতীয় চিত্র গ্রহণ, সম্পাদন এবং তা প্রচারণা ও সম্প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ।
- বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিটি সম্মননা প্রদান অনুষ্ঠানের বিষয়ে ব্যাপক প্রচারণা, বিজ্ঞাপন প্রচার ও ক্রোড়প্রত্র প্রকাশের জন্য জাতীয় দৈনিক পত্রিকাকে সম্পৃক্তকরণ।
- টেলিভিশন চ্যানেলে অনুষ্ঠান প্রচারের নির্ধারিত দিনের আগে থেকেই পুনঃপুনঃ বিজ্ঞাপন প্রচার করা হবে। পত্রিকায়ও প্রচারের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্বে থাকবে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।
- অনুষ্ঠান প্রচারের যাবতীয় কারিগরী বিষয়ের দায়িত্বে থাকবে বিটিভি, বেসরকারী টেলিভিশন চ্যানেল।
- অনুষ্ঠান ধারণ ও প্রচারনার ক্ষেত্রে অভিনবত্ব, নতুনত্ব, সমসাময়িক প্রেক্ষাপট, দর্শক প্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার বিষয় বিবেচনায় রেখে টিভি চ্যানেল এবং পত্রিকাকে অনুষ্ঠান সংক্রান্ত যাবতীয় প্রচার করতে হবে।
- জয়িতা-র ব্যাপক প্রচারের জন্য জয়িতা-র লোগো এ প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করা হবে।
- উপজেলা/জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ জয়িতাদের জীবন গাঁথা নিয়ে সংকলন প্রকাশ।
- স্থানীয় পত্র পত্রিকায় জয়িতা নির্বাচনের জন্য বিজ্ঞাপন দেয়া।
- পোস্টার, লিফলেটের মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার করা।
- ইউনিয়ন ও পৌর এলাকার ওয়ার্ড পর্যায়ে মাইকিং এর ব্যবস্থা করা।

৫-১১-২০১৪

...আক্তার খানম
...সচিব
মহিলা ... মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ... ঢাকা।

অর্থ বরাদ্দ ও ব্যয় ঃ

১। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের অনুকূলে ''জয়িতা অন্বেষণে বাংলাদেশ'' শীর্ষক কার্যক্রমে প্রতিবছর বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হবে।

২। প্রতি বছর বাজেট প্রাপ্তির পর তার একটি পূর্ণাঙ্গ বিভাজন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদন করিয়ে নিতে হবে।

৩। পিপিএ-২০০৬, পিপিআর-২০০৮ এবং প্রযোজ্য আর্থিক বিধিবিধান অনুসরণ পূর্বক অর্থ ব্যয় করতে হবে।

৪। অনুষ্ঠান প্রচারের জন্য যে দৈনিক সংবাদপত্র এবং বেসরকারী টিভি চ্যানেলকে সম্পৃক্ত করা হবে, সে সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ম যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং কারিগরী বিষয় সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ভাবে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতিযোগিতামূলক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ক্রয় প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে হবে।

কার্যক্রমটি বাস্তবায়নের সময়সীমা ঃ

| কাজের বিবরণ | সময়সীমা |
|---|---|
| - বাজেট অনুমোদন ও অর্থ সংস্থান<br>- সংশ্লিষ্ট সকলকে পূর্নাঙ্গ দিক-নির্দেশনা সম্বলিত পত্র প্রেরণ<br>- মন্ত্রিপরিষদ সচিব মহোদয়ের সম্মতিক্রমে বিভাগীয় কমিশনারদের মাসিক সভায় বিষয়টি উপস্থাপন ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কামনা<br>- মন্ত্রিপরিষদ হতে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা মাঠপর্যায়ে প্রেরণ<br>- ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে/জেলা পর্যায়ে/বিভাগীয় পর্যায়ে প্রস্তুতিমূলক সভায় উপস্থিত হয়ে সকল জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের বিস্তারিতভাবে বিষয়টি অবহিতকরণ | ৩০ আগষ্ট<br>১৫ সেপ্টেম্বর<br>৩০ সেপ্টেম্বর<br>১৫ অক্টোবর |
| - ইউনিয়ন পর্যায় হতে বাছাইক্রমে উপজেলায় প্রেরণ<br>- উপজেলা পর্যায়ে যাচাই/বাছাইক্রমে জেলায় প্রেরণ | ৩০ অক্টোবর<br>১৫ নভেম্বর |
| - জেলা পর্যায়ে যাচাই/বাছাইক্রমে বিভাগে প্রেরণ | ৩০ নভেম্বর |
| - বিভাগীয় পর্যায়ে সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান আয়োজন | ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে |

বিঃ দ্রঃ

১। বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য গঠিত কমিটি পূর্বোক্ত পাঁচটি ক্যাটাগরীর প্রত্যেকটির জন্য শ্রেষ্ঠ মহিলা প্রদত্ত মূল্যায়ণ ছকের ভিত্তিতে মূল্যায়ণ করে উর্ধ্বতন কমিটির নিকট সুপারিশ করবেন। প্রত্যেক ক্যাটাগরীর জন্য শ্রেষ্ঠ মহিলা সুপারিশ করার ক্ষেত্রে তাঁর জীবন বৃত্তান্তের যথার্থতা ও বস্তুনিষ্ঠতা যথাযথ প্রক্রিয়ার যাচাই করে কমিটি সত্যতা সম্পর্কে যৌথভাবে প্রত্যয়ণ করবে। কোন ধরণের অসত্য তথ্য বা পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ প্রমানিত হলে মনোনয়নকারী কমিটির উপর দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ করা হবে।

২। এ কার্যক্রম পরিচালনা কালে এর সময়সীমা, ব্যয় পরিকল্পনা ও এর পরিধি প্রয়োজনে পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করা যাবে।

হাসিনা আক্তার খানম
সহকারী সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।